যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2 ...

১৫ হাজারে প্রশ্নফাঁস বোর্ড জানত

যুগান্তর ডেস্ক

ভারতের সিবিএসই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিপদে পড়েছে মোদি সরকার। দিল্লির ওই প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে রাজপথে নেমেছে গোটা ভারতের ছাত্রসমাজ। প্রায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থীকে আবার নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে। এদিকে একের পর এক চাঞ্চল্য খবর বেরিয়ে আসছে সিবিএসই পরীক্ষার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রশ্নফাঁস নিয়ে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র নাকি মাত্র ১৫ হাজার রুপিতে বিক্রি হয়েছে। আর এই প্রশ্নফাঁসের পেছনে রয়েছে কোচিং সেন্টার চক্র। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়টি হল, প্রশ্ন যে ফাঁস হয়ে গেছে তা সিবিএস বোর্ডও জানত। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক এফআইআরে এমন অভিযোগই দায়ের করা হয়েছে। খবর দ্য এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ার। গোটা ভারত তোলপাড় করা এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৬০ জনকে জেরা করেছে দিল্লি পুলিশ। যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম দিল্লির বেশ কয়েকজন পড়ুয়া, শিক্ষক, কোচিং সেন্টারের মালিক। এছাড়া সিবিএসইর কর্মকর্তাদেরও প্রশ্ন করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, প্রশ্ন কিনতে ইচ্ছুক পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের দিল্লির রোহিনী কিংবা উত্তমনগরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সিবিএসইর দশম শ্রেণীর অঙ্ক ও দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনীতির প্রশ্নের জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে নগদে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে নেয়া হয়েছিল।

ভারত উত্তাল

২০ লাখ পরীক্ষার্থীর নতুন করে পরীক্ষা

তাদের বলা হয়, পরীক্ষার ২৪ ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেয়া হবে। হয়েছিলও তাই। তদন্তে জানা গেছে, প্রথম ধাপে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অঙ্কের প্রশ্ন পৌঁছে দেয়া হয়েছিল ২৪ জন পড়ুয়ার কাছে। সিবিএসই দ্বাদশের ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়েছিলেন ১০ জন পড়ুয়া। পরে তা দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন কমপক্ষে এক হাজার পড়ুয়ার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বলে দাবি পুলিশের।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজের ওপর ভিত্তি করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত জটিল। যেমন ভিকি নামে দিল্লির এক কোচিং সেন্টারের মালিক রয়েছেন সন্দেহভাজনদের তালিকায়। পুলিশ বলছে, দশম শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা শুরুর প্রায় ৯ ঘণ্টা আগেই সিবিএসই কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিল, ফাঁস হয়ে গেছে প্রশ্ন। তেমনই লেখা হয়েছে এফআইআর-এ। ২৮ মার্চ সিবিএসইর দশম শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা শুরু হয়েছিল সকাল সাড়ে ১০টায়। তার আগে রাত ১টা ৪০ মিনিটে সিবিএসই কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার প্রমাণসহ ই-মেইল পৌঁছায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যে মেইলটি সিবিএসই কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছিল, হাতে লেখা অঙ্কের প্রশ্নপত্রের ১২টি ছবি ছিল।

নতুন করে পরীক্ষা : নতুন করে হবে দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনীতির পরীক্ষা। ২৫ এপ্রিল দেশজুড়ে সিবিএসই বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য অঙ্ক পরীক্ষা নেবে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব অনিল স্বরূপ। দশম শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষার কোনো তারিখ এখনও জানানো হয়নি। অঙ্ক পরীক্ষা যদি নতুন করে নেয়া হয়, তা হলে শুধু দিল্লি এবং হরিয়ানাতেই হবে, জানিয়েছেন শিক্ষা সচিব। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নেয়া হতে পারে জুলাইয়ে। অনাবাসী ভারতীয় পড়ুয়াদের ছাড় দেয়া হচ্ছে। কোনো পরীক্ষাই তাদের নতুন করে দিতে হবে না।